উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

ঘাসফুল বার্তা

■ বর্ষ ১০ ■ সংখ্যা ৪ ■ অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১১

সেরা আর্থিক প্রতিবেদনের জন্য আইসিএবি পুরস্কার লাভ করল ঘাসফুল

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রীর হাত থেকে পুরস্কার গ্রহণ করছেন ঘাসফুল নির্বাহী কমিটির সভাপতি প্রফেসর ড. গোলাম রহমান

সমাপ্ত অর্থ বছরের (২০১০ সাল) প্রকাশিত সেরা হিসাব ও আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কৃত করেছে হিসাব নিরীক্ষক পেশাজীবীদের সংগঠন দ্য ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ (আইসিএবি)।এবার ৩৬টি প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কৃত করা হয়েছে। রাজধানীর একটি হোটেলে এক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রধান নির্বাহীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেয়া হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী ফারুক খান। তিনি পুরস্কার হিসেবে প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রধান নির্বাহীদের হাতে সম্মাননা ক্রেস্ট তুলে দেন। এ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (এসইসি) চেয়ারম্যান এম খায়রুল হোসেন। আইসিএবির সভাপতি পারভীন মাহমুদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য দেন আইসিএবির প্রকাশিত হিসাব ও প্রতিবেদন পর্যবেক্ষণ কমিটির চেয়ারম্যান আনোয়ার উদ্দীন চৌধুরী। অনুষ্ঠানে পুরস্কার বিজয়ীদের অভিনন্দন জানিয়ে ফারুক খান বলেন, প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আর্থিক প্রতিবেদনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা জরুরী। এটি নিশ্চিত করা গেলে প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি জনগণের আস্থা আরও বাড়বে। বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা ক্যাটাগরিতে ঘাসফুল যুগ্মভাবে তৃতীয় স্থান অর্জন করেছে। সাউথ এশিয়ান ফাউন্ডেশন অব অ্যাকাউন্ট্যান্টসের (সাফা) নির্দেশনা অনুযায়ী প্রকাশিত আর্থিক প্রতিবেদন যাচাই-বাছাই করে এ পুরস্কার দেয়া হয়।

রেমিটেন্স কার্যক্রম পরিচালনায় ঘাসফুল'র অনুমোদন লাভ

গত ১২ অক্টোবর ২০১১ তারিখে রেমিটেন্স কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ঘাসফুল বাংলাদেশ ব্যাংক হতে অনুমোদন লাভ করে। বাংলাদেশ ব্যাংক'র অনুমোদন সাপেক্ষে ঘাসফুল ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড'র সাথে Sub-representative Agreement এর মাধ্যমে Inward Remittance এর অর্থ স্থানীয় বেনিফিসিয়ারীদের মধ্যে দেশীয় মুদ্রায় (টাকায়) শাখা অফিসমূহের মাধ্যমে বিতরণ করতে পারবে।

স্বাস্থ্যসেবার নতুন দিগন্তে- ঘাসফুল

বাংলাদেশে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ধরণের সমস্যার মধ্যে জীবন যাপন করছে। এগুলোর মধ্যে স্বাস্থ্যগত সমস্যা অন্যতম। গ্রামের দরিদ্র মানুষ প্রয়োজনীয় তথ্য ও সুযোগ সুবিধার অভাবে পর্যাপ্ত ও মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা পাচ্ছেনা। মূলত উচ্চবিত্ত এবং মধ্যবিত্তের মধ্যেই স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি মোটামুটি সীমাবদ্ধ। উল্লেখ্য বিভিন্ন গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায় যে, মানুষের দরিদ্র হওয়ার পেছনে অন্যতম একটি কারণ হচ্ছে, স্বাস্থ্যগত সমস্যা ও চিকিৎসা ব্যয়। একজন মানুষ অসুস্থ হলে তার উপার্জন বন্ধ হয়ে যায়, ফলে একদি'কে যেমন তার সংসারের দৈনন্দিন খরচের সন্ধান হয় না, অন্যদিকে চিকিৎসার জন্য তাকে সম্পদ বিক্রি করতে বাধ্য করে, ফলে তার পরিবারটি প্রচন্ড আর্থিক সমস্যার মধ্যে পড়ে যায়। বাস্তবতার নিরীখে উপলব্ধি করা যায় যে, দরিদ্র মানুষকে উন্নততর জীবনের দিকে আনতে গেলে প্রয়োজন স্বাস্থ্যসেবা।

সহযোগী সংস্থা ইনাফি বাংলাদেশ এই বাস্তবতাকে সামনে রেখে রক্ ফেলার ফাউন্ডেশন'র সহযোগীতায় "Protection for the Poor Mutual Enabling" প্রকল্পের আওতায় ৯টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ১০টি কর্ম এলাকায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যগত সমস্যা নিরসনে স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

স্বাস্থ্যসেবা কার্ডগ্রহণকারীদের হাতে মেয়াদী কার্ড তুলে দিচ্ছেন ঘাসফুল নির্বাহী কমিটির সাধারণ সম্পাদক ও প্রধান নির্বাহী।

এই প্রকল্পের বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসাবে উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল চট্টগ্রামে মাদারবাড়ী ৪নং শাখা ও নওগাঁ জেলার নেয়ামতপুর উপজেলায় ১২নং শাখার মাধ্যমে এক বছর মেয়াদী এ প্রকল্পের কার্যক্রম গত ডিসেম্বর ২০১১ তারিখ হতে শুরু করেছে। উক্ত শাখা পর্যায়ে পরিচালিত ঘাসফুল মাইম প্রকল্পের সদস্য বা মাইম প্রকল্প বহির্ভূত সদস্যগণ ৬ মাস বা ১ বছর মেয়াদী যথাক্রমে হলুদ কার্ড ও সবুজ কার্ড 'র মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করতে পারবে। হলুদ বা সবুজ কার্ডধারী একজন উপকারভোগী ও তার পরিবারের সর্বোচ্চ ৫ জন সদস্যকে এ কার্ডের আওতায় স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হবে। কার্ডের মেয়াদ শেষ হলে নির্ধারিত পরিমান টাকা জমা দিয়ে কার্ডটি পুনরায় নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য নবায়ন করতে পারবে। উল্লেখিত কার্ডধারীগণ সাধারণ স্বাস্থ্য সেবার পাশাপাশি স্বল্পমূল্যে ওষুধ কেনা, ডায়াবেটিস টেস্ট, প্রেগনেন্সি টেস্ট ইত্যাদি করতে পারবে। এছাড়াও পরিবার পরিকল্পনা, স্বাস্থ্য পুষ্টি ও স্যানিটেশন বিষয়ে সচেতনতা প্রদান করা হবে।

ঘাসফুল মাইম হেলথ প্রজেক্ট'র প্রকল্প অবহিতকরণ সভা বিগত ২৮ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখে মাদারবাড়ী ৪নং শাখায় অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী কমিটির সাধারণ সম্পাদক সমিহা সলিম, ঘাসফুলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী, সহকারী পরিচালক লুৎফুল কবীর চৌধুরী, আনজুমান বানু লিমা, এরিয়া ম্যানেজার মো: সেলিম, মো: তাজুল ইসলাম। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন শাখার শাখা ব্যবস্থাপক, বীমা কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, মাঠ পর্যায়ের উপকারভোগী ও সমিতির সদস্যবৃন্দ।

৪০ তম জাতীয় সমবায় দিবস এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মেলা-২০১১'য় ঘাসফুলের অংশ গ্রহণ

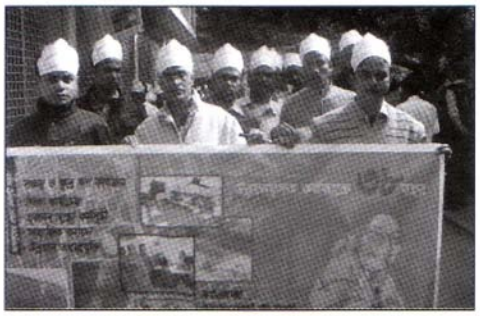

জাতীয় সমবায় দিবসে গোমস্তাপুর উপজেলায় ঘাসফুলের বর্ণাঢ্য র‍্যালি

"সমবায়ে উদ্যোক্তা সৃষ্টি-যুবদের দুর দৃষ্টি" প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে দেশব্যাপী পালিত হয় ৪০তম জাতীয় সমবায় দিবস এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মেলা। ঘাসফুল তার কর্ম এলাকার বিভিন্ন জেলা ও উপজেলায় অনুষ্ঠিত উক্ত মেলায় স্বতস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। যার ধারাবাহিকতায় চট্টগ্রাম সমাজ সেবা অধিদপ্তর আয়োজিত মুসলিম হল প্রাঙ্গণে সপ্তাহব্যাপী সমবায় মেলায় দৃষ্টিনন্দন স্টল প্রদর্শন করে পুরস্কার লাভ করে ঘাসফুল। জেলা প্রশাসক (সার্বিক) এহসান এলাহী সমাপনী দিবসে পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের হাতে ক্রেস্ট তুলে দেন। এছাড়া পটিয়া উপজেলা পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত একই দিবসে ঘাসফুলের বর্ণিল অংশগ্রহণ সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার গোমস্তাপুর উপজেলায় ঘাসফুলের অংশগ্রহন ছিল আরো উজ্জ্বল ও বর্ণিল। ১৯ নভেম্বর ২০১১ গোমস্তাপুর উপজেলা পরিষদ চত্বরে জাতীয় পতাকা ও সমবায় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) জনাব রবিউল ফয়সাল '৪০ তম জাতীয় সমবায় দিবস এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মেলা-২০১১'র আনুষ্ঠানিক শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। তাঁর সভাপতিত্বে র‍্যালী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গোমস্তাপুর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান জনাব মো: খুরশিদ আলম (বাচ্চু) বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন

চট্টগ্রাম জেলায় পুরস্কার নিচ্ছেন ঘাসফুলের সেলাই বিভাগের প্রশিক্ষক

গোমস্তাপুর উপজেলা পরিষদ ভাইস চেয়ারম্যান জনাবা মোসা: হালিমা বেগম। চাপাইনবাবগঞ্জ জেলার বি.আর.ডি.বি.'র উপ-পরিচালক নাজমুল হক ও আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ ঘাসফুলের স্টল পরিদর্শন করেন। এ সময়ে ঘাসফুল প্রতিনিধিদলের পক্ষে সহকারী পরিচালক সামশুল হক অতিথিবৃন্দকে ঘাসফুলের বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করেন। অত্যন্ত সুশৃংখল এবং সমবায়ের গুরুত্ব তুলে ধরে র‍্যালীতে অংশ গ্রহণ করায় সুশৃংখল ও অর্থবহ র‍্যালী ক্যাটাগরিতে ঘাসফুল প্রথম স্থান অধিকার করে। ২১ নভেম্বর ২০১১ তারিখে সুশৃংখল এবং অর্থবহ র‍্যালি এবং স্টল এ দুই ক্যাটাগরিতে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। ঘাসফুল প্রতিনিধি দলের সাথে উপস্থিত ছিলেন সহকারী আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক প্রবাল ভৌমিক, জিনারপুর শাখা ব্যবস্থাপক দেওয়ান ইয়ামিন।

এ্যাডলেসেন্ট সেন্টার'র কার্যক্রম

কিশোর-কিশোরীদের মানসিক ও শারীরিক সুস্থতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ঘাসফুল চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় এ্যাডলেসেন্ট সেন্টারের মাধ্যমে বিভিন্ন রকম কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। বিরাজমান সামাজিক প্রেক্ষাপটের আলোকে ঘাসফুল বিভিন্ন সময়ে ইস্যুভিত্তিক সচেতনতা সভা এবং মাসিক নিয়মিত সভা আয়োজন করে। এরই অংশ হিসেবে অক্টোবর-ডিসেম্বর এই সময়কালে এইডস-এর ধারণা ও প্রতিরোধ, জন্ম নিবন্ধন, তালাক, বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ ইস্যুতে ২৯নং ওয়ার্ডে ৬টি ইস্যুভিত্তিক সচেতনতামূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভাসমূহে স্থানীয় সেবাপ্রদানকারী সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ অংশগ্রহণ করে। এছাড়া নিয়মিত মাসিক মিটিং এর আওতায় নিরাপদ পানি ও বিভিন্ন রোগের টিকা, আয়বৃদ্ধিমূলক কাজ, পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং বয়ঃসন্ধিকালের ধারণা ও পরিবর্তনসমূহ বিষয়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ঘাসফুল এ্যাডোলেসেন্ট সেন্টারের উদ্যোগে কন্যাশিশু দিবস ২০১১ উপলক্ষে পথ নাটক প্রদর্শন, চট্টগ্রাম শিশু পার্কে শিশুদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয় চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা। এছাড়া প্রতিবন্ধী দিবস, বেগম রোকেয়া দিবস এবং মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন র‍্যালী, আলোচনা সভা, চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় ঘাসফুল এ্যাডোলেসেন্ট সেন্টারের অংশগ্রহণ ছিল প্রশংসনীয়।

আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবসে ঘাসফুল

"উন্নয়নে সম্পৃক্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সবার জন্য সুন্দর এক পৃথিবী।" এই প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে রেখে গত ৩ ডিসেম্বর ২০১১ চট্টগ্রাম জেলা সমাজ সেবা অধিদপ্তর, সিএসডি ও প্রতিবন্ধী সচেতনতা বিষয়ে কর্মরত উন্নয়ন সংগঠন সমূহ ২০তম আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবসের আয়োজন করে। এ উপলক্ষে আয়োজিত র‍্যালী, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় সংসদ সদস্য ও সমাজসেবা বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য চেমন আরা তৈয়ব। তিনি বেলুন উড়িয়ে র‍্যালী ও আলোচনা সভার উদ্বোধন ঘোষণা করেন। সমাজ সেবা কার্যালয়ের উপপরিচালক পারভীন মেহতাব এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এড. জনাব খাদেকুল ইসলাম, শিশু বিশেষজ্ঞ ডা. বাসনা মুহুরী। সভায় উপস্থিত অতিথিরা প্রতিবন্ধীদের সমাজের মূলস্রোতধারায় সম্পৃক্ত করণের লক্ষ্যে ও বিভিন্ন সমস্যাসমূহ এবং তা সমাধানের উপায় সম্পর্কে আলোকপাত করেন। সমাজে বিভিন্ন অংগনে যারা বিশেষ অবদান রাখছেন তন্মধ্যে কয়েকজন প্রতিবন্ধীদের হাতে ক্রেস্ট ও সনদপত্র তুলে দেয়া হয়। ঘাসফুলের বিভিন্ন কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত প্রতিবন্ধী ও সংশ্লিষ্টকর্মকর্তাদের সমন্বয়ে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালির আয়োজন করা হয়। ঘাসফুলের শিক্ষক ও কিশোর-কিশোরীসহ মোট ২০জন প্রতিনিধি এ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। সবশেষে প্রতিবন্ধীদের অংশগ্রহনে একটি মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশনের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

সম্পাদকীয়

অটিস্টিক শিশুর জন্যে চাই পারিবারিক সহযোগিতা

অটিজম (Autism) শিশুর মানসিক একটি রোগ যা তার মস্তিস্কের বিকাশের প্রতিবন্ধকতার কারণে তৈরী হয়। একটু ভালো করে লক্ষ্য করলে আমাদের চার পাশের অনেক পরিবারেই আমরা একটি অটিস্টিক শিশু দেখতে পাবো। প্রতি ১০,০০০ শিশুর মধ্যে ৫ জনের এমন রোগ হবার সম্ভাবনা রয়েছে। এ রোগে আক্রান্ত ছেলে শিশুর সংখ্যা মেয়ে শিশুর তুলনায় চার থেকে পাঁচগুণ বেশি।

অটিজম রোগটি নির্ণয় করার মতো কোনো ল্যাবরেটরি টেস্ট নেই, লক্ষণ দেখেই এমন রোগ নির্ণয় করতে হয়। যদি এমন হয় যে, আপনার শিশুটি এক বছরের মধ্যেও মুখে কোনো আওয়াজ করছেনা বা ইশারা বা অঙ্গভঙ্গীর মাধ্যমে কিছু বোঝাচ্ছেনা, দেড় বছরের মধ্যে এক শব্দের মিশ্রণে কোনো বাক্য না বলে, দুই বছরের মধ্যে দুই শব্দের কোনো বাক্য না বলে, অথবা শিশুটির কথা বা আচরণ তিন বছর বয়সের মধ্যে হঠাৎ হারিয়ে যায় তাহলে হতে পারে আপনার শিশুটি হয়তো অটিজমে ভুগছে। যে সকল শিশু এই রোগে আক্রান্ত হয় তাদের জন্মের তিন বছরের মধ্যেই বিভিন্ন অস্বাভাবিকতা দেখা যায়। শিশুটি চারপাশের কারো সাথে সামাজিক আদান প্রদানের ভাব বিনিময়ে অস্বাভাবিক পিছিয়ে থাকে। চোখে চোখ রাখা, বা চোখের ইশারা বা অন্য ইশারা বোঝা, কথার জবাব দেয়া, সমবয়সী বা অন্য বয়সী শিশুদের সাথে খেলা বা ভাব বিনিময় করা নানা কিছুতে তাদের অপারগতা লক্ষ্যণীয়। অটিস্টিক শিশুকে সামাজিক হাসি বিনিময় করতে দেখা যায় না। অনেক সময় অর্থহীন কথা বা ছড়া বলা, এক একা একই রকম খেলা খেলেই চলা, মাথা বা শরীর ঝাকানো, দাতে দাত ঘসে কিড়মিড় শব্দ করা, ব্যথা পেলে কান্না না করা, পুনরাবৃত্তিমূলক আচরণ, মনোযোগহীনতা ইত্যাদি লক্ষণ গুলো অটিস্টিক শিশুদের মধ্যে দেখা যায়। তবে একেকটি অটিস্টিক শিশু একেক ধরণের আচরণ জনিত সমস্যায় ভুগতে পারে। এই লক্ষণ গুলো ধীরে ধীরে বাড়তে পারে, তবে অনেক শিশুই কৈশোরে কিছুটা উন্নতির দিকে যেতে পারে। অটিজমের নির্দিষ্ট কোনো কারণ এখনো জানা যায়নি। এ ধরণের শিশুরা এ রোগের কারণে অন্য কোনো শারীরিক সমস্যায় ভোগেনা। তবে অনেকেরই স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক কম আই,কিউ (IQ) থাকতে দেখা যায়। অটিজম অসুখে ভালো হয়ে যাবার মতো কোনো রোগ না, সাইকোথেরাপী বা অন্য কিছুতে এই রোগ থেকে শিশুকে মুক্তি দিতে পারেনা। তাইবলে এ জন্য কোনো ঝাড় ফুক বা অন্য কোনো কুসংস্কারেও মনোযোগ দেয়া যাবেনা বরঞ্চ যত দ্রুত সম্ভব শিশুকে একটি যথোপযোগী শিক্ষা কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করতে হবে। প্রতিটি দেশেই অটিস্টিক শিশুর জন্য এমন শিক্ষা কার্যক্রম রয়েছে। এর মাধ্যমে শিশুর দুর্বলতা বা সীমাবদ্ধতা খুজে বের করে তা দূর করার ব্যবস্থা করতে হবে এবং শিশুটির মাঝে কি প্রতিভা আছে তাও খুঁজে বের করতে হবে। এমন শিশু অনেক গঠনমূলক কাজ করতে পারে। সেই প্রতিভা বিকাশে শিশুকে পূর্ণ সহায়তা দেয়াই হবে পরিবারের সদস্যদের প্রধান কাজ। আর এর ফলে শিশুটি তার সীমাবদ্ধতা থেকেও কিছুটা বেরিয়ে আসা শিখতে পারবে। অটিস্টিক শিশুরা মনের ভাব বোঝাতে পারে না, কারো সাথে বন্ধুত্ব করতে বা বন্ধুত্ব রক্ষা করতে জানে না, তারা খুবই রুটিন মেনে চলে এবং একই কাজ বার বার একইভাবে করতে থাকে। তাই অনেক সময় এমন শিশু পরিবারের অনেকের মনে বিরক্তির সৃষ্টি করতে পারে। অভিভাবকদের এ ব্যাপারে খুবই যত্নবান হতে হবে। খুব ধৈর্য্য আর সংবেদনশীলতা নিয়ে শিশুটির স্বাভাবিক বৃদ্ধিতে সহায়তা করতে হবে। তাই একদমই হতাশ হওয়া চলবে না। আমাদের সকলের উচিত অটিস্টিক শিশুদের শারিরীকি ও মানসিক বিকাশে সহযোগিতা করা ও এ ব্যাপারে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কাজ করা।

উপ-সম্পাদকীয়

ভৌগোলিক অবস্থান ও অভিবাসী প্রেক্ষিতে এইডসের ঝুঁকিতে বাংলাদেশ

এইডস একটি মারাত্মক ব্যাধি। এইচ আইভি এর পূর্ণাঙ্গ ইংরেজী রূপ হলো Human Immenodeficiency Virus (HIV) এটি অতি ক্ষুদ্র এক বিশেষ ধরনের ভাইরাস। এইডস এর পূর্ণাঙ্গ রূপ হল Acquieed Immune Deficiency Syndrome (AIDS)। এইচ আই ভি কয়েকটি নির্দিষ্ট উপায়ে মানবদেহে প্রবেশ করে আক্রান্ত ব্যক্তির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে এক পর্যায়ে অতিরিক্ত পরিমাণ ধ্বংস করে দেয়। এইচ আইভি সংক্রমণের এই সর্বশেষ পর্যায়ে হল এইডস। এইডস এর কোন প্রতিষেধক এখনও 'আবিস্কৃত হয়নি। সে কারণে এইডস এ আক্রান্ত ব্যক্তির মৃত্যু অনিবার্য। এইচ আইভি এইডস শুরু থেকে এইডস এ উত্তরণ পর্যন্ত সময়কালের ব্যাপ্তি সাধারণত ৬ মাস থেকে বেশ কয়েক বছর এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ৫ থেকে ১০ বছর অথবা তারও বেশি। উল্লেখ্য যে, এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে এইচ আইভি সংক্রমিত একজন ব্যক্তি যে আপাত দৃষ্টিতে সুস্থ তার অজান্তেই অন্য একজন সুস্থ ব্যক্তির দেহে এইচআইভি ছড়িয়ে দিতে পারে। ১৯৭০ সালের শেষ দিকে পূর্ব ও মধ্য আফ্রিকায় এইচ আই ভি-এর ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল বলে ধারনা করা হয়। তবে এখন এ ভাইরাসটি আবিস্কৃত হয়নি। ১৯৮১ সালে যুক্তরাষ্ট্রের লস এঞ্জেলস-এ সর্বপ্রথম এর লক্ষণযুক্ত রোগী শনাক্ত হয় যারা নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত ছিলেন। ১৯৮২-৮৫ সালে পশ্চিম ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া, থাইল্যান্ড এ রোগ ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৮৩ সালে প্যারিসে এ ধরণের রোগী শরীরে নতুন এক রকমের ভাইরাস আবিস্কৃত হয়। ১৯৮৪ সালে যুক্ত রাষ্ট্রে এ ধরনের রোগীর শরীরে একই রকমের ভাইরাস পাওা যায়। এই নতুন ভাইরাসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধক ক্ষমতা পর্যবেক্ষণের জন্য পরীক্ষা পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়। এ সময় প্রতিষ্ঠিত হয় নব আবিস্কৃত এ ভাইরাসটি দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ধীরে ধীরে কমিয়ে দেয়। ১৯৮৬ সালে এ ভাইরাসের নাম করণ করা হয় এইচআইভি। বাংলাদেশে এইচ আইভি ব্যক্তি প্রথম সনাক্ত করা হয় ১৯৮৯ সালে।

ডিসেম্বর ২০১১ পর্যন্ত বিভিন্ন সমাজসেবামূলক সংস্থার তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে এইচ আইভি ভাইরাস আক্রান্তের সংখ্যা ২৫৩৩ জন। আর সরাসরি এইডস আক্রান্তের সংখ্যা ১১০১ জন। এইচ আইভি তে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ২৪১ জন।

ক্ষুধা, দারিদ্রকে জয় করতে বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ এখন বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছে। ভাগ্য ফেরাতে গিয়ে তারা হচ্ছে সর্বস্বান্ত। বাপের একমাত্র ভিটা বিক্রি করে বিদেশে গিয়ে হচ্ছে প্রতারিত। দালালদের খপ্পড়ে; পড়ছে গ্রামীণ অসহায় নিরক্ষর অদক্ষ জনগোষ্ঠী। তাদেরকে ঠকানো খুব সহজ। মিথ্যা প্রলোভনে তারা খুব সহজেই ধরা দেয় মানব পাচারকারীদের পাতানো জালে। বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছর অন্তত এক লক্ষ লোক বিদেশে গিয়ে অবৈধভাবে থেকে যাচ্ছে। অসাধু কিছু জনশক্তি রপ্তানীকারক, ট্রাভেল এজেন্সী ও এই দুষ্ট প্রতিষ্ঠানের দালালেরা মোটা অংকের টাকা নিয়ে ছাত্র, পর্যটক, ওমরাহ পালন ও ধর্মীয় পবিত্র স্থান জিয়ারতের নামে এসব লোককে বিদেশে পাঠাচ্ছে। বাংলাদেশ থেকে অবৈধভাবে কত লোক প্রতিবছর বিদেশে যাচ্ছেন সে ব্যাপারে সরকারের কাছে কোন সুনির্দিষ্ট তথ্য নেই। অবৈধভাবে থাকার কারণে এসব বাংলাদেশী জেল জুলুমের ও শিকার হচ্ছেন। ইহা সর্বজন জ্ঞাত যে, বৈধভাবে যতজন লোক বিদেশে যায় তার সমান সংখ্যক লোক যায অবৈধভাবে। এটি দুই তিন লাখ ও হতে পারে। সুশিক্ষা এবং দেশ প্রেমের অভাব মানুষকে- চাকচিক্য তথা পাশ্চাত্যর দিকে ধাবিত করছে। আপাত দৃষ্টিতে প্রাশ্চাত্য জীবন যাত্রা খুব সুখের মনে হলেও তা মরিচিকায় আমরা

(বাকী অংশ ৫ম পৃষ্ঠায়)

শিশু, কিশোর-কিশোরীদের জন্য কারিগরি দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ

প্রকল্প এলাকার কর্মজীবি শিশু, কিশোর-কিশোরীদের জন্য কর্মক্ষেত্রে ও সমাজে একটি সহায়ক পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে নেস্ট কনসোর্টিয়াম এর তিন সদস্য সংস্থা ঘাসফুল, ইলমা এবং ওয়াচ পরিচালিত এনএফই স্কুলের সুবিধা বঞ্চিত ও কর্মজীবী শিশুদের জন্য কারিগরি দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

স্কুল ভিত্তিক এ প্রশিক্ষণে শ্রমজীবি শিশু, কিশোর-কিশোরীদের জন্য একটি আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা বলয় তৈরী ও জীবনমান উন্নয়ন, ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুকে ঝুঁকিহীন ও শিশুবান্ধব কাজে সম্পৃক্ত করা এবং শিক্ষার পাশাপাশি কিশোর-কিশোরীদের আত্ম-কর্মসংস্থানের উপায় খুঁজে বের করার কৌশল ও শিক্ষা প্রদান করা হয়। এরই প্রেক্ষিতে ঘাসফুলের চাঁদের আলো ও জেসমিন নামক এনএফই সেন্টারের ১১ জন শিক্ষার্থীর একটি ব্যাচ জুতা প্রস্তুতকরণ বিষয়ে কারিগরি দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়। বর্তমানে (অক্টোবর-ডিসেম্বর) সময়কালে ঘাসফুলের বিভিন্ন এনএফই সেন্টারে ৩২ জনকে সেলাই- কাটিং, টেরাকোটা (মাটির অলংকার) বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ঘাসফুল এনএফই স্কুলের উক্ত প্রশিক্ষণ সমুহে যারা প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে তারা হলেন আবু বকর সিদ্দিক, মোঃ মুরাদ, খালেদা বেগম, হোসনে আরা বেগম, কাওচার আকতার, লাইজু আকতার, সেলিনা বেগম, জোসনা বেগম, সানজিদা আক্তার ও নাসির খাঁন।

বিশ্ব এইডস দিবস '১১ উদ্‌যাপনে ঘাসফুল

"এইচ আই ভি সংক্রমণ ও মৃত্যু : নয় একটিও আর। বৈষম্যহীন পৃথিবী গড়বো সবাই, এই আমাদের অঙ্গীকার।" এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ১লা ডিসেম্বর ২০১১ পালিত হল বিশ্ব এইডস দিবস। চট্টগ্রাম সিভিল সার্জন কার্যালয়ের-এর উদ্যোগে বিশ্ব এইডস দিবস '১১ উদ্‌যাপন উপলক্ষে বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থার যৌথ অংশগ্রহণে দিবসের কার্যক্রম শুরু হয়। কর্মসূচির শুরুতে বর্ণাঢ্য র‍্যালী উদ্বোধন করেন চট্টগ্রাম সিভিল সার্জন ডা. মো. আবু তৈয়ব। সকাল সাড়ে ৯টায় চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গণ থেকে র‍্যালীর যাত্রা শুরু করে সিভিল সার্জন কার্যালয় চট্টগ্রাম অডিটোরিয়ামে শেষ হয়। এর পর উক্ত দিবসের তাৎপর্য ও গুরুত্ব বিষয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভার প্রধান অতিথি পরিচালক (স্বাস্থ্য) ডা. মো. আবু তাহের বলেন এইচআইভি পরীক্ষার মাধ্যমে কিভাবে রোগী সনাক্তকরণ ত্বরান্বিত করা যায় এবং এ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা যায় তার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া অতীব জরুরী। চট্টগ্রাম সিভিল সার্জন ডা. আবু তৈয়বের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন ডাঃ মোঃ এম এ কাশেম। আন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এম এ এইচ হুমায়ুন কবির। উক্ত র‍্যালী ও আলোচনা সভায় ঘাসফুল সংস্থার পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তা, কর্মচারী ও ধাত্রীবৃন্দ।

"ঘাসফুল নেস্ট প্রকল্পের স্টাফদের এ্যাডভোকেসি পলিসি বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন সম্পন্ন"

বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুলের নেতৃত্বে সাব-পার্টনার ওয়াচ ও ইলমার সমন্বয়ে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় নেস্ট কনসোর্টিয়াম NEST-for the Children at risk প্রকল্প উদ্যোগে ৪২জন স্টাফদের একদিনের **এ্যাডভোকেসি পলিসি ওরিয়েন্টশন** চট্টগ্রাম শিল্পকলা একাডেমী মিলনায়তনে সম্পন্ন হয়। ওরিয়েন্টেশন উদ্বোধনী পর্বে উপস্থিত ছিলেন- নেস্ট কনসোর্টিয়াম সদস্য সংস্থা ইলমার প্রধান নির্বাহী জেসমিন সুলতানা পারু। ওয়াচ-এর প্রতিষ্ঠাতা নুর-ই-আকবর চৌধুরী, ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক(এসডিপি)আনজুমান বানু লিমা, প্রকল্প সমন্বয়কারী জোবায়দুর রশীদ, প্রোগ্রাম ম্যানেজার সিরাজুল ইসলাম ও প্রোগ্রাম ম্যানেজার মোহাম্মদ আরিফ। ওরিয়েন্টেশনে সরকারী বেসরকারী পর্যায়ে প্রকল্পের লক্ষিত উপকারভোগী ও সুবিধা বঞ্চিত শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের অধিকার আদায়ে এ্যাডভোকেসির ধরণ,তথ্য অধিকার নীতিমালা, শিশু অধিকার ও শিশু শ্রম নীতিমালা জেন্ডার নীতিমালা ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে পরিস্কার ধারণা লাভ করেন।

উল্লেখ্য, এপ্রিল ২০০৯ থেকে মার্চ ২০১২ পর্যন্ত ৩ বছর মেয়াদকালে NEST-for the Children at risk-প্রকল্পের আওতাধীন কর্মএলাকা চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ১৫ টি ওয়ার্ডে মোট ৩০ টি সেন্টারের মাধ্যমে ৬০ টি স্কুল পরিচালিত হচ্ছে। এসব স্কুলে এলাকার সুবিধাবঞ্চিত, কর্মজীবি শিশুরা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি সৃজনশীল কর্মকান্ড, কারিগরি দক্ষতাবৃদ্ধি প্রশিক্ষণ গ্রহন করছেন। এছাড়া এ প্রকল্পের মাধ্যমে মোট ৩৬০০ সুবিধাবঞ্চিত শিশু সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ সৃষ্টি হবে।

"বিশ্ব এইডস দিবস" উদ্‌যাপনকালে জিএফএটিএম প্রকল্পের কার্যক্রম

'বিশ্ব এইডস দিবস' উদ্‌যাপন উপলক্ষে জিএফএটিএম ৯১২ প্রকল্পের আওতাধীন মাস্টার ট্রেইনার ও পিয়ার এডুকেটরদের নিয়ে সারাদিন ব্যাপী এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় থিয়েটার ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণে। অনুষ্ঠান সূচীতে ছিল HIV / AIDS এর উপর কুইজ, বক্তৃতা, খেলাধূলা, নাটক, আলোচন সভা ও পুরস্কার বিতরণী। ঘাসফুলের পক্ষে এমটিএস গার্মেন্টসের নাসির শাহা মারবেল প্রতিযোগিতায় ২য় স্থান ও বাস্কেটবল প্রতিযোগিতায় ২য় স্থান লাভ করেন এবং স্পোর্টস ওয়্যার গার্মেন্টস-এর আবু রায়হান বাস্কেটবলে ৩য় স্থান লাভ করেন। ঘাসফুল থেকে উপস্থিত ছিলেন মাস্টার ট্রেইনার জেবুন্নেসা ও শাহানাজ বেগম। পিয়ার এডুকেটরদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এম টি এস গার্মেন্টস'র নাসির শাহা, স্পোর্টস ওয়্যার গার্মেন্টসের আবু রায়হান, ফারমিন গার্মেন্টস-এর লায়লা, ভেলিয়েন্ট গার্মেন্টস থেকে ছিল মনি দত্ত ও বেবী আক্তার।

প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের নিয়মিত কার্যক্রম

এক নজরে তিন মাসের (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১১) ঘাসফুল প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের নিয়মিত কার্যক্রম সমূহ :-

সেবার খাত	সেবার পরিমাণ
ক্লিনিক্যাল সেবা	১৮৪৮ জন রোগীকে ২৫টি স্থায়ী ক্লিনিক সেশন এবং ৪১টি স্যাটেলাইট ক্লিনিক সেশন এর মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে।
টিকা দান কর্মসূচী (ইপিআই)	মোট টিকা গ্রহনকারীর সংখ্যা ৬৫৯ জন। এর মধ্যে মহিলা গ্রহীতার সংখ্যা ১৭৫ জন এবং শিশু গ্রহীতার সংখ্যা ৪৮৪ জন।
পরিবার পরিকল্পনা	মোট গ্রহীতার সংখ্যা ৩২৩১ জন। এদের মধ্যে পিল ১৫৫০ জন, কনডম ১৩০২ জন, ইনজেকশন ৩৭৭ জন, টিটি টিকা ১জন এবং লাইগেশন ১ জন।
নিরাপদ প্রসব	ঘাসফুলে কর্মরত প্রশিক্ষিত ধাত্রীর তত্ত্বাবধানে ১৩০ জন নবজাতক নিরাপদে পৃথিবীর আলোর মুখ দেখেছে। তার মধ্যে ৭৩ জন ছেলে শিশু এবং বাকী ৫৭ জন মেয়ে শিশু।
গার্মেন্টস স্বাস্থ্য সেবা	কর্মএলাকার ২৫টি গার্মেন্টস এর মোট ৬৭৬৫ জন শ্রমিককে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এর মধ্যে পুরুষ ১২০১ জন এবং মহিলা ৫৫৬৪ জন।

এইডসের ঝুঁকিতে বাংলাদেশ

(৩ এর পাতার পর) এশিয়াবাসী নিজেদেরকে ধর্মীয় সামাজিক অন্ধ গোড়ামী, অনুশাসনের অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি থেকে মুক্তি পেতে বিদেশ গমনকে একমাত্র সমাধান মনে করছি, কিন্তু একবারও ভেবে দেখিনা কিছু নিয়ম-কানুন, অনুশাসন আমাদেরকে নিরাপদ রাখে। অবাধ মেলামেশা-অনৈতিক ও অনিরাপদ দৈহিক সম্পর্ক এইচ আইভি এইডস ছড়িয়ে পড়ার প্রধানতম কারণগুলোর একটি। বাংলাদেশের জনগণের একটি বিরাট অংশ শটকাম ওয়ার্কপারমিট নিয়ে বিদেশে যায় এবং কাজ শেষে তারা আবার পরিবারের কাছে ফিরে আসে। এভাবে অভিবাসীদের মাধ্যমে ৬০% HIV ভাইরাস এদেশে ছড়িয়ে পড়ছে। তাদের স্ত্রীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে এইডস এ আক্রান্ত হয়ে পড়ে। তাদের তথা দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মও এই ঘাতক ব্যাধির সহজ শিকার হয়ে পড়ে। সরকারী হিসাব মতে শেষ অর্থ বছরে দেশে প্রায় অর্ধ মিলিয়ন লোক কাজের সন্ধানে বিদেশে পাড়ি জমিয়েছে। এইচ আইভি এইডস্ এর ঝুঁকিতে রয়েছে মহিলা যৌনকর্মী, মাদক সেবীরা এবং সবচেয়ে বেশী নাজুক অবস্থায় আছে শিশু যৌনকর্মী ও প্রতিবন্ধী বাস্তুহারা শিশু মহিলারা, তরুণ প্রজন্ম ও এ রোগ থেকে পিছিয়ে নেই কোন অংশে। উশৃঙ্খল জীবন যাপন করতে গিয়ে তারা জড়িয়ে পড়ছে বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে, তন্মধ্যে মাদক গ্রহণ, সন্ত্রাসী, ছিনতাই ছাড়াও যেটি ব্যাপক হারে বেড়েছে তা- কোমলমতি কিশোরীদের তরুণীদের অপব্যবহার করা। এ সবই সমাজে অবক্ষয়ের নতুন মাত্রা। এইসব অপরাধের লাগাম না ধরলে তা সমাজে মহামারী আকারে দেখা দেবে। নির্যাতনের শিকার কিশোরী-তরুণীরা এর প্রতিকার চাইবার সহাস পায় না বা প্রতিবাদ করলেও তার কোন প্রতিকার হয় না। উপরন্তু তাদের শেষ আশ্রয় হয় পতিতা পল্লী। পতিতারাওযে সমাজের একটা অংশ। তাদেরও ভালভাবে বাঁচার অধিকার আছে তা তারা নিজেরাও জানেনা। তাদের অজ্ঞতার কারণেও সমাজে এইডস ছড়িয়ে পড়ে। কেননা তাদের অধিকাংশই কোন রকম হাইজেনিক পদ্ধতি ব্যবহার করে না। তাদের মাধ্যমে এটি ছড়িয়ে পড়ছে। তাছাড়া পুরুষ যৌনকামী, ইনজেকশনের মাধ্যমে যারা মাদক সেবন করে তারাও এর পেছনে বিরাট ভূমিকা পালন করে। এখানে প্রতি বর্গকি.মি. প্রায় ১০০০ লোকের বসবাস। (তৎমধ্যে ভাসমান জনগোষ্ঠী আছে প্রায় দেড় (১.৫) কোটি। এরমধ্যে আবার প্রায় ৪৮,০০০০০ লক্ষ ভাসমান জনগোষ্ঠী আছে নগরীতে যারা এইচ আইভি পজিটিভ এর উচ্চ ঝুঁকিতে অবস্থান করছে।)

১৫ মিলিয়ন ভাসমান জনগোষ্ঠীর মধ্যে নগরীতে এ সংখ্যা প্রায় ৪.৮ মিলিয়ন-এর মত। এছাড়াও রোহিঙ্গা শরণার্থীদের অবৈধ অনুপ্রবেশ এবং যত্রতত্র ছড়িয়ে পড়াও HIV ভাইরাসের অন্যতম কারণ। এই শরণার্থীরা মায়ানমার সীমান্ত দিয়ে এবং ভারতীয় সীমান্ত এলাকায় একত্রিত হয়ে দেশে অনুপ্রবেশ করছে। কেননা ভারত এবং বার্মা এইডস এর উচ্চ ঝুকিতে রয়েছে। যেখানে বাংলাদেশের ঝুকি এক শতাংশেরও কম। তবুও দুটি ঝুঁকিপূর্ণ দেশের মাঝামাঝিতে অবস্থানের ফলে বাংলাদেশে ভবিষ্যতে HIV ভাইরাস ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। বন্দর নগরীগুলো যেমন চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, টেকনাফ ইত্যাদি শহরগুলো পর্যটন শিল্পের জন্য সম্ভাবনাময় ঠিক তেমনি পর্যটকদের মাধ্যমে HIV সম্ভাবনাও শত শতাংশ।

এইচ আইভি প্রতিরোধের জন্য সবচেয়ে বেশি যেটি প্রয়োজন তা হচ্ছে জনসচেতনতা। সুশিক্ষায় শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর সমন্বিত প্রচেষ্টায় এই মরণব্যাধি প্রতিরোধ এবং প্রতিকার করা সম্ভব। এই ভাইরাস থেকে উত্তরণের জন্য এখনও কোন প্রতিষেধক আবিস্কৃত হয়নি। যদিও গবেষণা হয়েছে প্রচুর। শুধু অক্ষরজ্ঞান দান করলে হয় না সমগ্র দেশ ব্যাপী সরকারী এবং বেসরকারী পর্যায়ে আরও ব্যাপকহারে সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। অন্ধ গোড়ামী থেকে আমজনতাকে বেড়িয়ে আসতে হবে। তাই যখন কেউ বিদেশে গমন করে তার যাত্রার প্রাক্কালে সরকারীভাবে অথবা বেসরকারীভাবে একদিন অথবা একঘন্টার একটি প্রশিক্ষণ বা ব্রিফিং কর্মসূচির আয়োজন করা সময়ের দাবী। যাতে তারা নিজেকে নিরাপদ রাখতে সক্ষম হয়।

মহান বিজয় দিবস ২০১১ উদ্‌যাপন

১৬ ডিসেম্বর ২০১১ চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসকের উদ্যোগে চট্টগ্রাম এম এ আজিজ স্টেডিয়ামে ৪০তম মহান বিজয় দিবস উদযাপন করা হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন বিভাগীয় কমিশনার জনাব মো. সিরাজুল হক খান। প্রধান অতিথি বেলুন উড়িয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন ঘোষণা করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সরকারী বেসরকারী সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ। সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন স্কুলের অংশগ্রহণে ডিসপ্লে ও কুচ কাওয়াজ আয়োজন করা হয়। ডিসপ্লে ও কুচ কাওয়াজে অংশগ্রহনকারী স্কুলসমূহকে পর্যায়ক্রমে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় বিভাগে পুরস্কার প্রদান করা হয়। ঘাসফুল কুচকাওয়াজে অংশগ্রহণের জন্য একটি বিশেষ পুরস্কার অর্জন করে। জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত পুরস্কার বিতরনী শেষে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

এনএফপিই (উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা) স্কুলের সাফল্য

ঘাসফুল সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত এনএফপিই (নন ফরমাল প্রাইমারী এডুকেশন) স্কুলের মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ২৪০ জন। সকল ছাত্র ছাত্রীই বার্ষিক পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে এবং কৃতকার্য হয়। পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয় ৩১শে ডিসেম্বর।

ঘাসফুল ইএসপি সংবাদ

কর্মএলাকার শিশুদের মাঝে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে ঘাসফুল পটিয়া উপজেলার ৪নং কোলাগাঁও ও ৩নং শিকলবাহা ইউনিয়নে ব্রাকের সহযোগিতায় ৫টি স্কুল পরিচালনা করে আসছে। ইএসপি (এডুকেশন সাপোর্ট প্রোগ্রাম) কর্মসূচীর আওতায় সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের ১ম শ্রেনী থেকে ৪র্থ শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা হয়। এখানে ১৫০ জন সুবিধা বঞ্চিত শিশু শিক্ষা গ্রহণ করার সুযোগ পাচ্ছে।

জনগোষ্ঠীর পাশে ঘাসফুল

৮ম পৃষ্ঠার পর ২৩ নভেম্বর ২০১১ তারিখে দ্বিতীয় প্লান্ট নির্মাণের চুক্তি করা হয়ে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় সংস্থার বিভিন্ন শাখার পর্যায়ক্রমে প্লান্ট নির্মাণ করা হচ্ছে। এই তিন মাসে ঘাসফুল সর্বমোট ১৫টি প্লান্ট নির্মাণ করেছে এবং আরো ৫টি অর্ডার করা হয়েছে যা জানুয়ারিতে নির্মাণ করা হবে। এই পর্যন্ত চুক্তি অনুযায়ী ইডকলের সহযোগিতায় ঘাসফুল ৭ জন গ্রাহককে বিনা শর্তে ভূর্তুকি প্রদান করেন। তাছাড়াও ঘাসফুল চুক্তি সম্পাদিত গ্রাহকদের মধ্যে ৯ জন গ্রাহককে ঋণ প্রদান করে।

সঞ্চয় ও ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের উপকারভোগীদের বীমা দাবী পরিশোধ

উপকার ভোগীর পরিবারের হাতে বীমার টাকা তুলে দিচ্ছেন কর্মকর্তাবৃন্দ

ঘাসফুল সঞ্চয় ও ক্ষুদ্র-ঋণ কার্যক্রমের কোন উপকারভোগী সদস্য মারা গেলে মৃত সদস্যের পরিবারকে ঋণ পরিশোধের অনিশ্চয়তার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য ঘাসফুল উপকারভোগীদের ঋণের বিপরীতে বীমা পলিসি চালু করে। গত তিন মাসে (অক্টোবর – ডিসেম্বর ২০১১) সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রমের মোট ১৯ জন উপকারভোগী সদস্য মৃত্যুবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্নাইলাহি রাজিউন)। ঘাসফুল মাদারবাড়ী ৩নং শাখার ১জন, মাদারবাড়ী ৪নং শাখার ২জন, পতেঙ্গা শাখার ২জন, কালারপোল শাখার ১জন, পটিয়া সদর শাখার ১জন, চান্দগাঁও শাখার ১জন, অক্সিজেন শাখার ২জন, হালিশহর শাখার ১জন, নওগাঁ সদর শাখার ২জন, পত্নীতলা শাখার ১জন, ফেনী শাখার ১জন, লেমুয়া শাখার ১জন, মুহুরীগঞ্জ শাখার ১ জন, নিয়ামতপুর শাখার ১জন এবং কুমিল্লা শাখার ১জনসহ মোট ১৯জন উপকারভোগীর বিপরীতে মৃত্যুকালে তাঁদের ঋণ স্থিতির পরিমাণ ছিল ২ লক্ষ ১৩ হাজার ৭ শত ৫৬ টাকা। মৃত্যু পরবর্তীকালীন সময়ে উপকারভোগীদের ঋণের দেনা মওকুফ করে দেয়া হয় যা ঘাসফুল বীমা তহবিল হতে পরিশোধিত। এছাড়াও ঘাসফুল'র পক্ষ থেকে শোক বিহ্বল পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করা হয় এবং মৃত ব্যক্তিদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করা হয়। উল্লেখ্য যে, এ প্রকল্পের আওতায় উপকারভোগীর পরিবারকে তাৎক্ষণিক সহায়তা স্বরূপ মৃত ব্যক্তির শেষকৃত্য সম্পাদনের জন্য আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়।

প্রশিক্ষণ

৭এর পাতার পর- ☞ এফপিএবি আয়োজিত ২দিন ব্যাপী এক ট্রেনিং কর্মসূচী গত ১৩ -১৪ ডিসেম্বর' ২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। 'ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ট্রেনিং অন এসআরএইচ এইচ আইভি ইন্টিগ্রেশান' শীর্ষক উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে ছিলেন ঘাসফুল স্বাস্থ্য কর্মকর্তা শাহানাজ বেগম।

☞ 'Tata Dhan Academy' আয়োজিত "Advanced Reflective education & Training (ART) on Micro Insurance শিরোনামে প্রশিক্ষণ কর্মসূচী ৬-৯ ডিসেম্বর '১১ ভারতের তামিল নাড়ুর মাধুরাই-এ অনুষ্ঠিত হয়। ইনাফি বাংলাদেশ-এর সহযোগিতায় উক্ত Training-এ অংশগ্রহণ করেন ঘাসফুল MF ইনচার্জ জনাব লুৎফুল কবির চৌধুরী।

মানবাধিকার মেলা

৮ম পৃষ্ঠার পর- কর্মকর্তা, নারী-পুরুষ, ছাত্র-ছাত্রী সহ হাজারো মানুষ তিন দিনব্যাপি চলমান এ মেলায় ঘাসফুল স্টল পরিদর্শন করেন।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মেলার উদ্বোধন ও পদক বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ, নেপালের এম.পি. সীতা দেবী, সোস্যাল এ্যাওয়ারনেস্স সোসাইটি ফর ইয়ুথ, ভারত-এর পরিচালক ভি এ রমেশ নাথান, ডিএফআইডি এর কান্ট্রি ডিরেক্টর গোয়েন হাইন্স এবং বাংলাদেশে নিযুক্ত নরওয়ের রাষ্ট্রদূত রাগনি বিয়ার্তে লুন্ড অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মেলা ২০১১ এর উদ্বোধন ও পদক বিতরন করেন। এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শাহীন আনাম, নির্বাহী পরিচালক, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন।

এম.ই. সদস্য রাউফুন নেছার ধীরে ধীরে স্বাবলম্বী হওয়ার গল্প

বন চারুলের ছায়াঘেরা বনবিথীর আড়ালে লুকানো মেঠো পথের ধারে চিরায়িত গ্রামীন সৌন্দর্য্যের প্রতীক মাটির ঘরে বাস করেন রাউফুন নেছা। স্বপ্ন আর সাধ্যের টানাপোড়নে মাত্র ৮ম শ্রেনীতে অধ্যয়নরত অবস্থায় পড়াশুনার পাঠ চুকিয়ে প্রবেশ করতে হয় সংসার নামক কঠিন বাস্তবতার বেড়াজালে। স্বামীর রাজ্জাকের সংসারে এসেও তাকে সংগ্রাম করতে হয়েছে প্রতিনিয়ত। স্বামীর সংসারের আমূল পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে তিনি প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন তার সাধ্যমত। স্বপ্নের জাল বুনেছেন সুন্দর আগামীর। তারই স্বপ্নের বাস্তব রূপায়নে সংগী হয়েছে তারই এক প্রতিবেশী। প্রতিবেশীর মুখে বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুলের খোঁজ পেয়ে ২০০৮ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর ঘাসফুলের সদস্যপদ লাভ করেন। নওগাঁ সদর শাখার ১৫২নং সমিতির ৭নং সদস্য হিসেবে রউফুন নেছা তার নতুন জীবনের দিগন্ত উন্মোচন করেন। তার জীবিকার একমাত্র বাহন হিসেবে বেছে নেন গাভী পালনকে। এই বাস্তবতাকে সামনে রেখে প্রথম দফায় ঘাসফুল হতে ৮ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করে। পর্যায়ক্রমে ধীরে ধীরে তার অবস্থার প্রেক্ষিতে দ্বিতীয় দফায় ১২ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। এমতাবস্থায় গাভী ও হাসমুরগী পালন তার পরিবারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় জমা হতে থাকে। কিন্তু বেশি কিছুর করার জন্য চাই আরও অধিক মূলধন। পৈত্রিক জমিজমা ও স্থানীয়ভাবে বর্গা নেয়া জমিতে চাষ করে অধিক উৎপাদন করা যায় তবে জীবনে স্বচ্ছলতা আসবে। আর তার জন্য প্রয়োজন উন্নত প্রযুক্তির চাষাবাদ পদ্ধতি। তাই রউফুন নেছা ঘাসফুল ক্ষুদ্র উদ্যোগী ঋণ প্রকল্পের সদস্য হয়ে প্রথম দফায় ৫০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করে এবং বাকী নিজস্ব সঞ্চিত অর্থ দিয়ে একটি পাওয়ার ট্রিলার ক্রয় করে। এভাবে তার সংসারে স্বচ্ছলতা তার স্বামীকে আরও বেশি প্রেরনা যোগায়। নিজের জমির পাশাপাশি অন্যের জমিতেও ট্রাক্টর চালিয়ে বাড়তি আয় সম্ভব। এই চিন্তা থেকেই উক্ত প্রকল্প থেকে পরবর্তী দফায় ১লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করে আরও একটি পাওয়ার ট্রিলার ক্রয় করে। যা দিয়ে নিজস্ব জমিতে চাষ দেয়ার পাশাপাশি অন্যের জমিতে ভাড়ায় খাটিয়ে অধিক উপার্জন করছে। তার এই প্রচেষ্টা তার সংসারে নিয়ে এসেছে সুখ ও সমৃদ্ধি। পাশাপাশি গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও হাসমুরগী পালনে ও রউফুননেছার প্রচষ্টো থেমে নেই। যা দিয়ে তার নিজস্ব চাহিদা মিটিয়ে প্রয়োজন অতিরিক্ত থেকে উদ্বৃত্ত আয় করছে। আর্থিক অনটনের কারণে নিজে পড়ালেখা খুব বেশি করতে না পারলেও তার ইচ্ছা তার ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যেন এই অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয়। আর তাই বর্তমানে রউফুন নেছা তার ছেলে মেয়ের পড়ালেখা অব্যাহত রেখেছে। এত প্রতিকুলতাকে জয় করে রউফুননেছা সফল হয়েছে জীবন সংগ্রামে। তার এই সফলতা অন্যকেও উদ্বুদ্ধ করবে আত্ব উন্নয়নে। আর গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর এই প্রচেষ্টায় সবসময় পাশে থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতায় অংগীকারবদ্ধ ঘাসফুল।

ঘাসফুল এডুকেয়ার কেজি স্কুলের শিক্ষার্থীদের বার্ষিক পরীক্ষা সম্পন্ন

ঘাসফুল এডুকেয়ার কেজি স্কুলের ১৫ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ১৩ জনই প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় সাফল্যের সাথে কৃতকার্যতা লাভ করে। এছাড়া প্লেগ্রুপ থেকে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়নরত ১৬৫ জন ছাত্রছাত্রী বার্ষিক পরীক্ষায় সফলতার সাথে কৃতকার্য হয়।

ঘাসফুল আর্ট স্কুলের শিক্ষার্থীদের চিত্র প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ এবং পুরস্কার গ্রহণ

শিশু শিল্পীদের আঁকা ছবি নিয়ে শিল্পী শওকত জাহানের উদ্যেগে ও পরিচালনায় ২১ থেকে ২৩ অক্টোবর ২০১১ তারিখে ৩ দিন ব্যাপী নগরীর ১০টি আর্ট স্কুলের ৭০০ শিশু শিল্পীর অংশগ্রহণে এক চিত্র প্রদর্শনী সেন্ট প্লাসিডস স্কুল হলে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ঘাসফুল আর্ট স্কুলের ৭ জন শিশু শিল্পী অংশগ্রহণ করে এবং পুরস্কৃত হয়। শিশু শিল্পীরা হল জান্নাতুল ফেরদৌস, সেগুফা আলী হায়দার শেফা, জুবায়ের শিকদার, ইসরাত হায়দার হৃদয়, ফারদিন খান, নূর মোহাম্মদ ও শারমিন আক্তার।

ইনাফি বাংলাদেশের সহযোগিতায় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় মাইম প্রকল্প

তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। দক্ষিণ এশিয়ায় অবস্থিত এই দেশটি হাজারো সমস্যায় জর্জরিত। তন্মধ্য দরিদ্রতা অন্যতম এবং এটি প্রতি নিয়ত বেড়েই চলেছে। দ্রব্য মূল্যের লাগামহীন বৃদ্ধি, জীবন যাত্রার নিম্নমান, রাজনৈতিক অস্থিরতা, উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগে অনাগ্রহ, পাশ্চাত্যে সংস্কৃতির অন্ধ অনুকরন, বিশ্বায়নের ফলে পরিবেশ বিপর্যয় ও প্রাকৃতিক দূর্যোগ প্রভৃতি সকল সমস্যার সরাসরি ভূক্তভোগী নিম্ন আয় তথা প্রান্তিক জনগোষ্ঠী। মৌলিক চাহিদা পূরণে যারা হিমশিম খায় তাদের কাছে জীবনের নিরাপত্তা বাতুলতা। তাই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে একত্রিত করে জীবন ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার লক্ষে ঘাসফুল ইনাফি বাংলাদেশের সহযোগিতায় ক্ষুদ্র জীবন বীমা কর্মসূচী হাতে নেয়। এর আওতায় অক্টোবর-ডিসেম্বর'২০১১ মাইম প্রকল্পের অধীনে পলিসি গ্রহন করেছে ১৬২৯ জন এবং প্রিমিয়াম আদায় হয়েছে ২৫,৪৮,৮৫০ টাকা। ১১ই অক্টোবর ২০১১ ঘাসফুল মাদারবাড়ি শাখা নং ৪ এর এলাকাভুক্ত সদস্য রাবেয়া বেগম (সদস্য নং ৫৮ এবং পলিসি নং ৩৫৮) মৃত্যু বরণ করেন। তিনি ঘাসফুল ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচীর সাথে পূর্বেই যুক্ত ছিলেন। স্বামী লিয়াকত আলী ও সন্তানদের নিয়ে তিনি ঘাসফুল ঋণ সহযোগিতায় বেশ ভালোভাবেই সংসার চালিয়ে যাচ্ছেন এবং কিস্তির টাকাও নিয়মিত পরিশোধ করে আসছেন। ক্ষুদ্র জীবন বীমা পলিসি তার জীবনে নতুন মাত্রা যুক্ত করে। ৬ এপ্রিল ২০১১ তিনি একটি ২০০ টাকার পলিসি ক্রয় করে ক্ষুদ্র জীবন বীমা পলিসির অন্তর্ভুক্ত হন এবং নমিনী করেন তার একমাত্র মেয়ে তাইফাকে। তিনি ৬টি কিস্তিতে মোট ১২০০ টাকা ঘাসফুলে বীমা প্রিমিয়াম হিসেবে জমা করেন। ১১ অক্টোবর ২০১১ তারিখে মস্তিস্কে রক্তক্ষরণজনিত কারণে তিনি চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যু বরন করেন। ঘাসফুল বীমা সংগঠকের মাধ্যমে জানতে পেরে সার্বিক তদন্ত সাপেক্ষে পলিসি সুবিধা মোতাবেক রাবেয়া বেগমের নমিনীকে ১০,৯৬০ টাকা প্রদান করা হয়। নমিনীকে পলিসি সুবিধা প্রদানের সময় উপস্থিত ছিলেন ইনাফি বাংলাদেশ (মাইম) এর সহকারী প্রোগ্রাম অফিসার মো: আবদুর রাকিব, ঘাসফুল'র আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক মো: সেলিম, শাখা ব্যবস্থাপক মো: নাজিম উদ্দীন, বীমা কর্মকর্তা কান্তা মল্লিক ও বীমা সংগঠক মুক্তা দে।

৩১ ডিসেম্বর ২০১১ পর্যন্ত এক নজরে সঞ্চয় ও ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম:

সমিতির সংখ্যা	:	৩৩১১ টি
সমিতির সদস্য সংখ্যা	:	৪৭২৯৪ জন
সদস্যদের সঞ্চয় স্থিতির পরিমাণ	:	২২২২৩৬৬১৮ টাকা
ঋণগ্রহীতার সংখ্যা	:	৩৭১৫৪ জন
ক্রমপুঞ্জীভূত ঋণ বিতরণ	:	৩৪১৯০৪১৪০০ টাকা
ক্রমপুঞ্জীভূত ঋণ আদায়	:	২৯৯৭২৫৮৫৪০ টাকা
সর্বমোট ঋণ স্থিতির পরিমাণ	:	৪২১৭৮২৮৬০ টাকা

প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা

☞ ন্যাশনাল ডোমেস্টিক বায়োগ্যাস এ্যান্ড ম্যানিউর প্রোগ্রাম (এনডিবিএমপি) অর্থাৎ জাতীয় গার্হস্থ্য বায়োগ্যাস ও সার কর্মসূচীর আওতায় ইডকলের সহযোগিতায় ঘাসফুল আয়োজিত তিন দিন ব্যাপী এক সুপারভাইজার প্রশিক্ষণ কর্মসূচী গত ৩১/১০/১১ হতে ০২/১১/১১ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় ঘাসফুলের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা, শাখা ব্যবস্থাপক ও শাখা সুপারভাইজারসহ মোট ৩৩ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

☞ ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড (ইডকল) আয়োজিত "বায়োস্লারী ইউটিলাইজেশন এ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট" বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী গত ২৯ নভেম্বর ২০১১ তারিখে বাংলাদেশ এগ্রিকালচার রিসার্চ ইনস্টিটিউট (বারি) কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রশিক্ষণার্থী হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক মো: সেলিম এবং পাবলিকেশন অফিসার জহিরুল আহসান সুমন।

☞ পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) আয়োজিত হিসাব ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ক এক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী গত ২০-২৩ নভেম্বর ২০১১ তারিখে ধরিত্রী ফাউন্ডেশন কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় প্রশিক্ষণার্থী হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল শাখা হিসাবরক্ষক বেলাল হোসাইন ও আবদুল বারী। অপর দিকে গত ২৬-২৯ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখে পিকেএসএফ আয়োজিত হিসাব ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ক অপর প্রশিক্ষণ কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয় সিডিএফ কার্যালয়ে। উক্ত কর্মসূচীতে ঘাসফুল'র শাখা হিসাবরক্ষক মো: ইমরান ও হারুনুর রশিদ উপস্থিত ছিলেন।

☞ ফেডারেশন অব এনজিওস ইন বাংলাদেশ (এফএনবি) আয়োজিত সংগঠন উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক তিনদিন ব্যাপী এক প্রশিক্ষণ কর্মশালা গত ২৬-২৮ নভেম্বর ২০১১ এনজিও ফেডারেশন কার্যালয়ে আনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় প্রশিক্ষণার্থী হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল সহকারী অফিসার (এইচআর) মো: জহির উদ্দীন।

☞ ব্র্যাক আয়োজিত ১৫ দিন ব্যাপী এক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী গত ১৯/১১/২০১১ হতে ০৩/১২/২০১১ তারিখে ব্র্যাক ট্রেনিং সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়। 'বেসিক ট্রেনিং অন ক্লাস ফাইভ' শীর্ষক উক্ত কর্মসূচীতে প্রশিক্ষণার্থী হিসাবে ছিলেন ঘাসফুল প্রোগ্রাম অর্গানাইজার কামরুন নাহার। ব্রাক আয়োজিত অপর একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালা গত ১০/১২/২০১১ হতে ২২/১২/২০১১ তারিখে কুমিল্লা টার্ক ভ্যানুতে অনুষ্ঠিত হয়। ১২ দিন ব্যাপী উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রশিক্ষণার্থী হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল ইএসপি শিক্ষকমন্ডলী রোজী আক্তার, রীনা আক্তার, রেহানা আক্তার, বিউটি বড়ুয়া ও শিউলী ভট্টাচার্য প্রমূখ।

☞ প্লান বাংলাদেশ আয়োজিত 'পারিবারিক সুরক্ষা আইন ২০১১' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী গত ১৮-২২ ডিসেম্বর' ২০১১ ঢাকা পদক্ষেপ ট্রেনিং সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে ছিলেন ঘাসফুল শিক্ষা কর্মকর্তা আলো চক্রবর্তী। (বাকী অংশ ৬ *এর পাতায়*)

শেষের পাতা

ঘাসফুল বার্তা

বর্ষ ১০ ■ সংখ্যা ৪ ■ অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১১

এমজেএফ এর আয়োজনে ঢাকায় আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মেলায় ঘাসফুল

বিশ্বের সকল মানুষ অধিকার ও মর্যাদায় সমান। এ বিষয়টিকে সামনে রেখে ১৯৪৮ নালের ১০ ডিসেম্বর গৃহিত হয় সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষনাপত্র। এ চেতনাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ১৯৫০ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ১০ ডিসেম্বরকে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। ১৯৫০ সাল থেকে আজ ২০১১ সাল বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও অগ্রযাত্রার এতো বছর পরও সকল মানুষের মর্যাদা, কিংবা অধিকারের প্রশ্নে আমরা এখনও সোচ্চার। সে লক্ষ্যকে সামনে রেখে তৃণমূল পর্যায়ের বিভিন্ন শ্রেণীর জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক উন্নয়নে ঘাসফুল বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

ঘাসফুল এবং নেস্ট প্রকল্পের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সেবামূলক বিভিন্ন সচেতনতা ও প্রচারণামূলক কর্মকান্ডের সচিত্র ব্যানার, পোষ্টার, ফেস্টুন, লিফলেট, স্টিকার, ক্যাপ, ঘাসফুল বার্তা, প্রকল্প মুখপত্র আলোকায়ন ও বার্ষিক প্রতিবেদন প্রভৃতি উপকরণ নিয়ে মানবাধিকার মেলায় ঘাসফুল নামে ১০ নং স্টলটি সজ্জিত করা হয়। মেলায় আসা সব শ্রেণীর দর্শকের মাঝে উপস্থাপন করা এ সব উপকরণের প্রতি বিপুল আগ্রহ দেখা যায়। এ সব প্রকাশনা গুলি তারা অবলোকন করে এবং সংরক্ষণের জন্য সংগ্রহ করে। যেহেতু এ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মেলার বড় আয়োজন ছিলো আন্তর্জাতিক দলিত অধিকার সম্মেলন, সেজন্য ঘাসফুল এর সুবিধাভোগী দলিত শ্রেণীর প্রতিনিধি চট্টগ্রাম পলি টেকনিক্যাল কলেজের ছাত্র অভিরাম দাশ এ মেলার একজন অংশগ্রহণকারী হিসেবে মেলার বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে।

এবারের মানবাধিকার দিবসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে **মানবাধিকার লংঘন রোধে সক্রিয় সামাজিক আন্দোলন**। মানবাধিকার ও সুশাসন নিয়ে কর্মরত সংগঠন মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ) কর্তৃক আয়োজিত আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মেলা গত ১০ ডিসেম্বর ২০১১ ইং তারিখ উদ্বোধন হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মহসিন হল মাঠ প্রাংগনে ১০ থেকে ১২ ডিসেম্বর তিনদিন ব্যাপি এ মেলা অনুষ্ঠিত হয়। দেশব্যাপী বিভিন্ন শ্রেণীর জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কর্মরত ভিন্ন ভিন্ন ইস্যুতে কাজ করা এমজেএফ এর সহযোগী সংস্থা সমুহ তাদের নিজস্ব কার্যক্রমগুলি মেলায় উপস্থাপন করে। ৩ দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত এ মেলায় বিভিন্ন ইস্যুতে যেমন দলিত জনগোষ্ঠীর বাস্তবতা, সেবা ও সম্পদের প্রাপ্যতা, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ, অভিজ্ঞতা, উদ্বেগ, মূলস্রোতে দলিত আন্দোলন, দারিদ্রতার জালে বসবাস ইত্যাদির উপর বিভিন্ন সেমিনার ও কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক (এসডিপি) আনজুমান বানু লিমা উপরোক্ত বিভিন্ন সেমিনার ও কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করেন।

ডিএফআইডি এর কান্ট্রি ডিরেক্টর গোয়েন হাইন্স মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন এর উচ্চ পর্যায়ের একটি টিম নিয়ে মেলায় ঘাসফুল স্টল পরিদর্শন করেন। এছাড়া মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ)এর নির্বাহী পরিচালক শাহীন আনাম, প্রোগ্রাম ম্যানেজার-গভর্নেন্স, আবদুল্লাহ আল মামুন ও MJF-এর, অন্যান্য কর্মকর্তাগণ বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী

(বাকী অংশ ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায়)

পরিবেশ বান্ধব জ্বালানীর সহজলভ্যতায় গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর পাশে ঘাসফুল

গত ২০ জুন ২০১১ তারিখে ঘাসফুল ন্যাশনাল ডোমেস্টিক বায়োগ্যাস এন্ড ম্যানিউর প্রোগ্রামের (এনডিবিএমপি) অধীনে জ্বালানী গ্যাস বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সুবিধার্থে কৃত্রিম গ্যাস সরবরাহের মাধ্যমে চুলার সাহায্যে রান্না-বান্না করার সুবিধা প্রদানের প্রত্যয়ে বায়োগ্যাস প্লান্ট নির্মাণের লক্ষ্যে ইনফাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানীর সাথে চুক্তি সম্পাদন করেন। এ কর্মসূচিতে গ্রাহকের সহজলভ্যতার কথা চিন্তা করে ঘাসফুল সহজ শর্তে পুরো প্লান্টের দুই তৃতীয়াংশ ঋন প্রদান করে থাকে যা দুই বছরে পরিশোধযোগ্য। এই কর্মসূচির লক্ষ্যমাত্রা সুচারুরূপে অর্জনের নিমিত্তে ও গতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সংস্থা সর্বপ্রথম সরকারহাট, হাটহাজারী শাখার অধীনে মো. মুজিবর রহমানের মাধ্যমে গত ১৬ অক্টোবর ২০১১ তারিখে হাটহাজারী থানাধীন সরকারহাট এলাকায় প্রথম প্লান্ট নির্মাণের চুক্তি সম্পাদিত হয়। তারপর কালারপোল, পটিয়া, শাখার অধীনে মো. আমিনুল হকের মাধ্যমে গত

(বাকী অংশ ৫ম পৃষ্ঠায়)

উপদেষ্টা মন্ডলী

ডেইজী মউদুদ
হাফিজুল ইসলাম নাসির
লুৎফুন্নেসা সেলিম (জিমি)
রওশন আরা মোজাফ্ফর (বুলবুল)
সমিহা সলিম

সম্পাদক মন্ডলীর সভাপতি

আফতাবুর রহমান জাফরী

সম্পাদক

শামছুন্নাহার রহমান পরাণ

নির্বাহী সম্পাদক : জহিরুল আহসান সুমন
সম্পাদনায় (ভারপ্রাপ্ত) : আবু করিম সামিউদ্দিন

সম্পাদকীয়

মফিজুর রহমান
আনজুমান বানু লিমা
লুৎফুল কবির চৌধুরী শিমুল

প্রকাশনা : ঘাসফুল, ৪৩৮, মেহেদীবাগ রোড, চট্টগ্রাম। ফোন : ২৮৫৮৬১৩, ফ্যাক্স : ২৮৫৮৬২৯, মোবাইল : ০১১৯৯ ৭৪১১৬৬
ই-মেইল : ghashful@ghashful-bd.org ওয়েব সাইট : www.ghashful-bd.org